বিশ্ব সিওপিডি দিবস উপলক্ষ্যে বিএসএমএমইউতে সচেতনতামূলক র‍্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত

ধুমপান পরিহারের মাধ্যমে সিওপিডি, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভবঃ বক্তারা

বিশ্বে ৩০ কোটি, বাংলাদেশে ৮০ লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত

ধুমপান ক্রোনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজেস-সিওপিডি (Chronic Obstructive pulmonary Disease-COPD) রোগসহ হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক ইত্যাদি মারাত্নক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই ধুমপান পরিহারের মাধ্যমে সিওপিডিসহ অনেক রোগ অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। সিওপিডি বা ক্রনিক অবসট্রাকটিভ লাঙ্গ ডিজিজ ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদি ও মারাত্নক রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে আনুমানিক ৩০ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে আনুমানিক ৮০ লক্ষ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। এ রোগটি বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর ৪র্থ প্রধান কারণ। বিশ্ব সিওপিডি দিবস উপলক্ষে আজ বুধবার ১৫ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখ, সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ডি ব্লকের ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের ক্লাসরুমে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

সেমিনারের বক্তারা বলেন, ধুমপান এ রোগের আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ। এছাড়া জীবশ্ম-জ্বালানী হতে উৎপন্ন ধোঁয়া যেমন কয়লা, কাঠ, শুকনো পাতা ইত্যাদি, ধুলাবালি ও বায়ুদূষণ, কলকারখানায় ও যানবাহনের উৎপন্ন ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থ, দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট, কাশি, কফ ইত্যাদি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে এ রোগের প্রকাশ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। চিকিৎসকের মাধ্যমে সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলার ও অন্যান্য ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেহেতু এ রোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় না তাই প্রতিরোধ-ই সর্বোত্তম পন্থা। এ রোগটি প্রতিরোধের জন্য ধুমপান পরিহার করা, ধুলাবালি ও ধোঁয়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

ক্রোনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজেস-সিওপিডি রোগটির বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে ও প্রতিরোধ ও চিকিৎসার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্ষব্যাধি বিভাগের পক্ষ থেকে আয়োজিত র‍্যালি ও সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল। সভাপতিত্ব করেন বক্ষব্যাধি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন। প্যানেল এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুর রহিম, অধ্যাপক এমএ জলিল চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মোঃ আবু রায়হান, ডা. আহমেদ ইমরান কবির। মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. শারমিন আকতার। এছাড়াও মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুর রহিম, পরিচালক (পরিদর্শন) অধ্যাপক ডা. একেএম সালেক, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সুনীল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের আগে সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ও বি ব্লকের মধ্যবর্তীস্থলে বটতলায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে ডি ব্লকে গিয়ে শেষ হয়।